কুরআনের যে ত্রুটিগুলি ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণিত করে - প্রথম খণ্ড

আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে কুরআন আল্লাহের কাছ থেকে আসেনি, এতে ত্রুটি আছে। আল্লাহর গ্রন্থে একটিও ভুল থাকতে পারে না, আর যদি তাতে কোনো ভুল না থাকে, তাতেও ইহা যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে তার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ মানুষও কোনো ভুল ছাড়াই একটি গ্রন্থ লিখে ফেলতে পারে। কুরআনে যে ক'টি বাক্য লেখা আছে, তার প্রতিটিকে যেকোনো সাধারণ মানুষের মতই মহম্মদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। ২০০১ থেকে আলি সিনা ঘোষণা করেছেন, যদি কেউ কুরআনে এমন কোনো বাক্য খুঁজে দেখাতে পারেন, যাতে প্রমাণ হয় যে এই সমস্ত কথা আলা তাআলা বলেছেন বা যদি প্রমাণ হয় যে মহম্মদ আল্লার রাসূল ছিলেন বা যদি মহম্মদের উপর আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে কোনো একটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাঁকে ৫০,০০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার দেবেন। এখনো পর্যন্ত ১৬ বছরে কেউ এই পুরস্কারটি সংগ্রহ করতে পারেনি। মহম্মদের নবীত্বের উপরেই ইসলাম হয় দাঁড়িয়ে থাকবে বা শেষ হয়ে যাবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে মামলাগুলি কেবল তার অসহিষ্ণুতা, আগ্রাসন, গণহত্যা, বর্বরতা, যৌন -দাসত্বের মতো কিছু কুঅভ্যাস এবং এর ধর্মান্তকরণ ও হত্যার প্রকাশ্য নীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না (কুরআন ৯:৫)। ইসলামের হিংসাত্মক চরিত্র, নিজস্ব ধর্মনিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদের বিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি, এটি সহজ ও সর্বজনীন কারণের জন্য দোষণীয় ছিল, যা হল- ইসলাম সত্য নয়।

আল্লাহকে ত্রিকালজ্ঞ হতে হবে। এরকম একজনের জন্য সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে যা কিছু আছে, তা ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। ঠিক যেমন মহম্মদ ৬২০ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়ে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনার কথা ঘোষণা করতে পারছেন, কিংবা তখনকার

অজানা- জলের রাসায়নিক সংকেত লিখে দিচ্ছেন বা আধুনিক আরবি সহ তখনকার অজানা কোনো ভাষা তিনি লিখে দিচ্ছেন। যদিও এগুলি ত্রিকালজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রমাণ নয়, তথাপি এটুকু অন্তত প্রমাণ করে যে কুরআন কোনো সাধারণ মরণশীল মানুষের হাতে তৈরি করা নয়; কিন্তু কুরআনে এমন কিছুই বলা নেই। উপরন্তু, কুরআনে অনেক স্ববিরোধ ও ত্রুটি আছে, আধুনিক শারীরবৃত্তীয় ও চিকিৎসাশাস্ত্রমতে এবং বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা উভয় অর্থেই এটি ত্রুটিপূর্ণ। যেমন - সামিরীরা মূসার সময়ে বাস করতেন, যেখানে প্রকৃত সত্য হল যে মূসার প্রায় ৫০০ বছর পরে সামিরী শহর আবিষ্কৃত হয়েছিল।

বিশ্বাসী মুমিনরা অনস্বীকার্যকে অস্বীকার করার জন্য, অপ্রতিরোধ্যকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং ব্যাখ্যাতীতকে ব্যাখ্যা করার জন্য যুক্তি-বুদ্ধির যেকোনো সীমা লঙ্ঘন করতে পারে।একটি 'স্পষ্ট বই' এর ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন থাকবে কেন? কুরআনকে কেন এর আক্ষরিক অর্থ ছাড়া অন্য উপায়ে পাঠ করা উচিত না, তার শ্রেষ্ঠ উত্তর কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। কুরআন বারংবার একটি দাবি রাখে - "স্পষ্ট গ্রন্থ" হওয়ার (৫:১৫), "সহজবোধ্য" (৪৪:৫৮, ৫৪:২২, ৫৪:৩২, ৫৪:৪০), "বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা" (৬:১১৪), "স্পষ্টভাবে জানানো" (৫:১৬, ১০:১৫) এবং "কোনো সন্দেহ নাই" (২:১)।

এরকম একটি বইয়ে যদি ত্রুটি ও স্ববিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, তবে এই বইটিকেই উপযুক্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত - এর ত্রুটিগুলির ব্যাখ্যায় মানুষের ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রমাণ করে এটি বোঝার জন্য মানুষের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এখন চলুন আমরা কুরআনের কিছু স্পষ্ট ত্রুটি দেখে নিই।
১। কুরআন ২:৭৪ "ইহার পরও তোমাদের হৃদয়ের কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। কিছু পাথরও এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন যারা আল্লাহর ভয়ে ধসিয়া পড়ে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন"।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে "আল্লাহর ভয়ে" কিছু পাথর ধসে যায়। পাথর নির্জীব পদার্থ, যার ভয়ের মত কোনো আবেগ নেই। এটি কুরআনের অত্যন্ত অদ্ভূত ও অযৌক্তিক বিবৃতি, যাতে প্রতীত হয় যে এটি একজন স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিবৃতি, আল্লাহর নয়। একজন প্রকৃত আল্লাহ নিশ্চয়ই জানবেন যে পাথরের অনুভূতি থাকে না।

২। কুরআন ৪১:১১ "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল

ধুম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, "তোমরা আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়'। উহারা বলিল, "আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া"।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে জান্নাত ও পৃথিবীর আল্লাহকে মান্য করা বা অমান্য করার নিজস্ব অভিমত রয়েছে। তারা আল্লাহর সঙ্গে কথাও বলেছে, "আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া"। একটি ছোট শিশুও জানে যে পৃথিবী ও জান্নাতের মত জড় পদার্থের নিজস্ব অভিমত থাকতে পারে না এবং তারা কথাও বলতে পারে না। একজন প্রকৃত আল্লাহ অথবা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই জানবেন যে পৃথিবী ও জান্নাতের কোনো অনুভূতি নেই।

৩। কুরআন ১৩:১৩ "বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফিরিশতাগণও করে তাঁহার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন। আর উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী"।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে বজ্র (বৃষ্টির) আল্লাহর প্রশংসা করে। পুনরায়, একটি জড় পদার্থ আল্লাহর প্রশংসা করছে, এটি একটি বড় ত্রুটি।

৪। কুরআন ১৩:১৫ "আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়"।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে ছায়া আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়। ছায়াও অবশ্যই জড় পদার্থ।

৫। কুরআন ১৭:৪৪ "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ"।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে পৃথিবী ও জান্নাত আল্লাহের প্রশংসা করে, মহিমান্বিত করে। পুনরায়, এটি ছোট শিশুরা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বা কিছুটা বেড়ে ওঠা শিশুরা কখনই বিশ্বাস করবে না। পৃথিবীর মত জড় পদার্থগুলি কেবলমাত্র জড়পদার্থই!

৬। কুরআন ৩৩:৭২ " আমি তো আসমান জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ

করিয়াছিলাম, উহারা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ"।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে জান্নাত, পৃথিবী ও পাহাড় আল্লাহর ঈমানকে স্বীকার করেনি এবং তারা আল্লাহর ঈমানের কারণে 'ভয়ভীত' ছিল। এই সমস্তগুলি হল জড় পদার্থ এবং এদের 'ভয়'-এর মত কোনো অনুভূতি নেই এবং এরা আল্লাহর ঈমানকেও 'প্রত্যাখ্যান' করতে পারে না।

৭। কুরআন ৫৫:৬ "নক্ষত্ররাজী ও বৃক্ষাদি তাঁহারই সিজদায় "রত রহিয়াছে"।

নক্ষত্ররাজি জড় পদার্থ এবং এগুলি আল্লাহর কাছে সিজদায় রত হতে পারে না।

৮। কুরআন ৫৯:২১ "যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তাহারা চিন্তা করে"।

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে একটি পর্বত আল্লাহকে ভয় পায়। স্বাভাবিকভাবেই পর্বতগুলি জড় পদার্থ যাদের ভয় নামক কোনো অনুভূতি নেই।

৯। কুরআন ২০:৮৫-৮৮, ৯৫ "তিনি বলিলেন, 'আমি তো তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামিরী উহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদের প্রতি আপতিত হউক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে? উহারা বলিল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই; তবে আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। অতঃপর সে উহাদের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা হাম্বা রব করিত। উহারা বলিল, 'ইহা তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে"।

যাইহোক, মূসার সময়কালে সামিরীয়া ছিল না এবং সামিরী বলে কেউ পরিচিত ছিল না। সামিরীয়া শিমেরের একটি পাহাড় যা রাজা ওমরি কিনেছিলেন এবং সেখানে ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সামিরী শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামিরীরা হলেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ যাঁরা

ইজরায়েলে উত্তরের রাজত্বের নির্বাসন ও ৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরে রাজা দ্বিতীয় সার্জনের শাসনকালে অঞ্চলটির পুনর্বাসনের পরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মূসা ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ বর্তমান ছিলেন। এটি কাউকে সামিরী বলে অভিহিত করার প্রায় পাঁচ থেকে সাত শতক আগের ঘটনা। তাই, কুরআনে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে সামিরীরা ইহুদীদের গো-পূজনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, তা কখনই সত্য হতে পারে না। মূসার সময়ে সামিরীরা ছিলেন না এবং কেউ কোনো অস্তিত্বহীন শহরের নাগরিক হতে পারে না। এই সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি ব্যাখ্যামূলকভাবে এই ত্রুটি প্রকাশ করে - http: //alisina.org/?p=191

১০। কুরআন ৩৯ঃ৬ "তিনি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন আট প্রকার আন'আম তথা চতুষ্পদ জন্তু"।

অবশ্যই পৃথিবীতে আট প্রকারের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ গবাদি পশু আছে। উইকিপিডিয়ার এই তালিকায় আরো অনেক পাওয়া যাবে _ https://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_cattle_breeds

১১। কুরআন ৪২:১০ "তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, উহার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। তিনিই আল্লাহ- আমার প্রতিপালক; তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি লার? তাঁহারই অভিমুখী আমি"।

স্পষ্টত, এগুলি আল্লাহর বাণী হতে পারে না। এটি নিঃসন্দেহে মহম্মদের বাণী। এটি স্পষ্টত কুরআনের ত্রুটি। কারণ এটি আল্লাহর বাণী হওয়ার কথা ছিল, মহম্মদের নয়। মহম্মদ ভুলে গিয়েছিলেন যে কুরআনকে আল্লাহর বাণী হতে হবে, আর সেই সমস্ত শব্দ বাদ দিতে হবে যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এগুলি তাঁর নিজের কথা। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ নয়, মহম্মদই কুরআন লিখেছিলেন।

১২। কুরআন ৫০:৩০ "সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, "তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?"জাহান্নাম বলিবে, "আরো আছে কি? "

এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে জাহান্নাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে। জাহান্নাম জান্নাতের মতই (অনুমান করে নেওয়া হচ্ছে যে এর অস্তিত্ব আছে) একটি জড় পদার্থ যার আল্লাহর সঙ্গে

'কথা' বলার কোনো ক্ষমতা নেই। এটি ঘটনাক্রমে ৭৮:৩৭ নং আয়াতেরও বিরোধিতা করে, যেখানে বলা হচ্ছে যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে পারে না কিন্তু আবার এই আয়াতেই বলা হচ্ছে যে জাহান্নাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে পারে।

১৩। কুরআন ৫১:৫০-৫১ "অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তো তোমাদের প্রতি আল্লাহ-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহ স্থির করিও না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী"।

স্পষ্টত, এগুলি আল্লাহর কথা হতে পারে না। এগুলি অবশ্যই মহম্মদের বাণী। পিকথালের অনুবাদে তিনি তাঁর মন্তব্যে লিখেছেন যে এমন বোধ হয় যে এটি একজন ফিরিশতা বলছেন। এগুলি ফিরিশতার কথাই হোক বা মহম্মদের, এগুলি কুরআনে কেন আছে? কুরআনে তো আল্লাহর বাণী থাকার কথা! অন্যার্থে, এগুলি আল্লাহর কথা নয়। নিশ্চয়ই এগুলি মহম্মদের কথা যিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে এই শব্দগুলি আল্লাহর হওয়া প্রয়োজন ছিল।

১৪। কুরআন ৫১:৪৯ "আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।

এটি স্পষ্টভাবেই একটি ত্রুটি। সমস্ত প্রাণীরই জোড়া নেই যেমন - এফিড, হাইড্রা, কোরক, দ্বিবিভাজন ইত্যাদি।

১৫। কুরআনে বলা হচ্ছে "উহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত" ৮৮:৬, "এবং কোনো খাদ্য থাকিবে না ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত" ৬৯:৩৬ এবং "আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ?" ৩৭:৬২৬৬

এটি একটি স্পষ্ট স্ববিরোধ। মুসলিমদের ব্যাখ্যাঃ এখানে কেউ ব্যাখ্যাতীতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন এবং বলছেন যে এখানে আল্লাহ সহজভাবে বলছেন যে জাহান্নামের খাদ্য ভয়াবহ হবে এবং এই জিনিসকেই প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এটি একটি স্পষ্ট দ্বন্দ্ব যে পুঁজ, ধারি ও যাক্কুম বৃক্ষ পরস্পর পৃথক। কুরআনে কোথাও বলা নেই যে ধারি, পুঁজ ও যাক্কুম ফল অভিন্ন। ব্যাখ্যাতীতকে জোর করে ব্যাখ্যা দান করা প্রমাণ করে যে সমস্ত দ্বন্দ্বগুলি মিথ্যা।

এগুলি কুরআনের অসংখ্য ভুলগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি নিদর্শন। এরকম আরো অজস্র আছে। স্বয়ং কুরআনেই হাজারটি ভুল আছে এবং হাদিসগুলিতে আরো হাজারখানেক আশ্চর্য গল্প আছে।

বর্তমানের 'সাম্প্রদায়িক' বা 'সন্ত্রাসবাদী' সমস্যাটি খুবই সহজ এবং এর সমাধানও তাই। ইউরোপ (অর্থাৎ জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন,ইংল্যান্ড ইত্যাদি), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলিরর সন্ত্রাসবাদী হামলা, বোকো হারাম, তালিবান প্রভৃতি হল মুসলিমদের মুশরিকদের প্রতি চিরকালীন বৈরিতা বজায় রাখার জন্য ইসলামীয় রীতিনীতি। কুরআন বলে : "আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়" (২:১৯৩ এবং ৮:৩৯) এবং "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন" (৬০:৪)। কুরআনে ৭০টিরও বেশি অনুচ্ছেদ এই শিক্ষা দেয় যে জালিমদের এড়িয়ে চলা উচিত এবং শত্রু জ্ঞান করা উচিত। তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ও অধীনতাই প্রদত্ত এবং পরবর্তী বিশ্বের সমস্ত পরমানন্দ এককভাবে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত। এই রীতিনীতিগুলি মহম্মদের সমমনস্ক বিবৃতি ও কাজকর্ম ও সঙ্গী দ্বারা অধিক প্রতিপাদিত হয় এবং সমৃদ্ধ হয় ও তাত্ত্বিকগণ ও আইনবিদদের মারফত আইনসিদ্ধ হয়।

সমাধানগুলি অত্যন্ত সহজ : স্বভাবগতভাবে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামী রীতিনীতিগুলিকে বিপথে চালিত অনুগামীদের মাথা থেকে সরিয়ে ফেলা। তাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন যাতে তারা এতদিন ধরে যে আদিম চিন্তাভাবনাগুলিকে তারা পোষণ করেছিল সেগুলির প্রতি তারা হাসতে পারে, ঠিক যেমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তাঁদের নিজেদের সন্তানদের দৃষ্টিভ্রমের প্রতি হাসেন। প্রকৃতপক্ষে, মতাদর্শের উপর খোলামেলা বিতর্ক দাঙ্গা ও বোমা হামলার সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে, ধর্মনিরপেক্ষ সম্পাদকবৃন্দ, অধ্যাপকবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদরা যাঁরা ইসলামের তথ্য এবং রীতিনীতি সম্পর্কে বিতর্ককে অবদমন করেন, তাঁরা বিশ্বের সাম্প্রদায়িক হামলাগুলির জন্য মুখ্য দোষী। "ধর্মনিরপেক্ষ", ও "বামপন্থী" নানা প্রচেষ্টা ইসলামের যৌক্তিক তদন্ত ও তথ্যবহুল বিতর্ককে বাধা দেয়। সকলের উচিত ইসলামকে প্রকাশ্যে আনার জন্য প্রতিটি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা এবং এটি বর্তমানে মুসলিম নামে পরিচিত শত সহস্র মানুষের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, সে বিষয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া। যাঁরা ইসলামের সত্যতা প্রচার করছেন যেমন, পামেলা গেল্লার, রবার্ট স্পেনসার প্রমুখ, তাঁদের কুরআনে যে ত্রুটিগুলি স্পষ্টত নির্দেশ করে যে ইসলাম ভ্রান্ত, তাও উল্লেখ করা উচিত। এর ফলে মুসলিমরা সত্য দেখতে পাবে এবং ইসলাম পরিত্যাগ করবে। এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও তাঁরা ইসলামেই টিকে থাকে, তার কারণ হল - জাহান্নামের ভয় ও

মুরতাদদের মৃত্যু।

বর্তমানে, যাঁরা যাঁরা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন, তাঁদের সর্বপ্রথম চিন্তা হওয়া উচিত ইসলাম থেকে মুসলিমদের মুক্ত করা। এটি আরো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমরা খেয়াল করি যে মুসলিম জগতেও অনেক লেখকরা ইসলামের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করছেন এবং মহম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা যে সমস্ত রীতিনীতি তাঁদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে মুক্তির পথ বাতলে দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ এটি করেছেন নাস্তিকতাবাদী মনোভাব থেকে (যেমন- তসলিমা নাসরিন), কেউ কেউ প্রাচীন চিরসবুজ বেদের আধ্যাত্মিকতার পুনরাবিষ্কারের জন্য (যেমন- প্রয়াত আনওয়ার শেখ) এবং অন্যরা স্রেফ ইসলাম যে ভ্রান্ত এ কথা বোঝার জন্য করেছিলেন, যেমন-আলি সিনা। এই একই কাজ তসলিমা নাসরিন ও আনওয়ার শেখও করেছিলেন। মুসলিম জগতে ভিন্ন মতামতের প্রতি অসহিষ্ণুতার কারণে, ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা ও হত্যার চেষ্টা করা প্রভৃতির কারণে অন্য কোনো সংবেদনশীল মানুষের থেকে এই মুরতাদদের বেশি সাহস সঞ্চয় করা প্রয়োজন, যখন তারা অবশেষে আপেক্ষিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামের বিরুদ্ধে এবং ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ জগতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

মহম্মদের নিজের সঙ্গীরা তাঁর "প্রত্যাদেশ"-কে প্রায় সর্বসম্মতভাবে ওহী হিসেবে বাতিল করতে চেয়েছিলেন, যদিও মহম্মদকে দানব গ্রাস করেছিল (কারণ খ্রিস্টান মিশনারিরা এখনো এটাই শেখান) না এটি কেবল তাঁর বন্য কল্পনা ছিল, তা নিয়ে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। তাঁর সামান্য কিছু অনুগামী (৬১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু করে ৬২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রচার করেও ৭০ থেকে ৮০ জনের বেশি হয়নি) ছাড়া, সকলে তাঁর দাবির মাধ্যমে দেখেছিল এবং তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি যেন আল্লাহকে অনুরোধ করেন কমপক্ষে ফিরিশতা গ্যাব্রিয়েলকে তাঁদের সম্মুখে আনতে। আধুনিক শিক্ষাবিদরা মহম্মদের ব্যবহার ও প্যারানোইয়ার আদর্শ লক্ষণ হিসাবে 'প্রত্যাদেশ' -কে নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। যেকোনো মূল্যেই হোক, কুরআনের প্রত্যাদেশগুলিতে কোনো দৈব ব্যাপার নেই।

যে স্পষ্ট ত্রুটিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে ইসলাম ভ্রান্ত, তা জানা সত্ত্বেও, অনেক মুসলিম এতেই টিকে থাকেন এবং অদ্ভূত ও কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দেন, যেমন- জাহান্নামের ভয় বা আশা, জান্নাত নামক মরীচিকা ইত্যাদি। মুসলিমদের এটা বোঝা প্রয়োজন যে ইসলাম ভ্রান্ত জানা সত্ত্বেও যদি তাঁরা এতেই টিকে থাকেন, এর ত্রটিগুলি জানা সত্ত্বেও যদি এতেই টিকে থাকেন, তবে তাঁরা জাহান্নামে যাবেন, জান্নাতে নয়। একজন নকল নবী বা ভ্রান্ত ধর্ম অনুসরণ করার জন্য নয়, তাঁরা এটি ভোগ করবেন কারণ কুরআনের ত্রুটি জানা সত্ত্বেও

তাঁরা আল্লাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে উন্মত্ততার (আল্লাহকে ঈর্ষান্বিত বলে অভিহিত করা) উল্লেখ করেছিলেন।

ইসলাম এমন এক জান্নাতের কল্পনা করে যা লোভ লালসা, পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখে পরিপূর্ণ। তৎকালীন সময়ে যে আরব ও বেদুইনরা অত্যন্ত শুষ্ক পরিমণ্ডলে বাস করতেন এবং সমস্ত পার্থিব সুখ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাদের প্রলুব্ধ করার জন্যই এই জান্নাতের ধারণাটি এসেছিল। নবী মহম্মদ একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আত্মসুখবাদী স্বপ্নের বাস্তব রূপদান করার জন্য এবং তাঁর রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাঁর এদের উস্কে দেওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, শুরুর দিকে ইসলাম জাহান্নামের ভয়েই টিকে ছিল। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে অনেক মুসলিম বলে গেছেন যে ইসলাম এতদিন ধরে টিকে রয়েছে, তার কারণ হল মাত্র দুটি - মুরতাদদের মৃত্যুদণ্ড (যারা ইসলাম ত্যাগ করবে) এবং জাহান্নামের ভয়।

আগামী অংশগুলিতে আমরা কুরআনের এরকম অজস্র স্পষ্ট ত্রুটি দেখব, যাতে প্রমাণিত হয় যে এগুলি আল্লাহর কথা নয় আর ঠিক সেই কারণেই মুসলিমদের ইসলাম ত্যাগ করা উচিত। আসলে কুরআন যে আল্লাহর কথা নয়, তা প্রমাণ করার জন্য কারো এরকম স্পষ্ট ত্রুটিরও প্রয়োজন পড়ে না। এই বিষয়টি আরো নিশ্চিত হয়ে ওঠে যখন কেউ মহম্মদের কাছে আল্লাহর 'প্রত্যাদেশ' - এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে। তিনি খুঁজে দেখতে পান যে নবী একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁর সেবা করার জন্য যা সিদ্ধান্ত নেন, আল্লাহ সর্বদাই তাতে সম্মতি দেন। মহম্মদের প্রিয় বিবি আয়েশা এই খেলাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেখেছেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত পর্যবেক্ষণ হাদিসে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, "আমার মনে হয় আল্লাহ আপনার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে বড় তাড়াহুড়ো করছেন"। (সহীহ-অল-বুখারী, ষষ্ঠ খণ্ড, ৬০ সংখ্যক বই, সংখ্যা ৩১১)। আয়েশার বিবৃতির সম্পূর্ণ অংশটি হল : আয়েশা বর্ণনা করছেন- "তুমি উহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার। আর তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এইজন্য যে, ইহাতে উহাদের তুষ্টি সহজতর হবং উহারা দুঃখ পাইবে না আর উহাদেরকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ তাহা জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল"। (৩৩:৫১) আমি বলেছিলাম (নবীকে), "আমার মনে হয় আপনার আল্লাহ আপনার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে বেশি তাড়াহুড়ো করছেন""।

দয়ানন্দ সরস্বতী যথার্থই কুরআনের আল্লাহের চরিত্র নির্ধারণ করে বলেছেন যে তিনি

মহম্মদের গার্হস্থ্য দাস মাত্র।

অনুবাদকের বক্তব্য - উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলি http://www.quran.gov.bd/ থেকে গৃহীত হয়েছে। সহীহ-অল-বুখারীর উদ্ধৃতিটির ভাবানুবাদ করা হয়েছে।